ওরা

আমাদের মতো কেন হবে ওরা? যখনই জানান দেয় খেপে উঠি আমি।
গুঁড়িয়ে দেবার ছক কষে নিই, চাই চিরকাল
জুতোর ফিতের মতো থেকে যাবে, বোবা কালা থেকে যাবে পাথর হয়েই।
আবহমানের টানে মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দেব কিছু
মায়াবী শব্দের গিনি ক্ষমা ঘেন্না বিবেকের নামে।

ওরা কেন জেগে ওঠে, কেন?

আছি

চিন্তা নেই রবীন্দ্র ঠাকুর।

তেলে জলে মিশে আছি লাল নীল ক্যাডার ধর্ষক
ফায়ারব্রিগেড শব্দ, ঝোলা গাল নেতার কোঁচাটি
এবং বালিকাবধু, ঘোলাদৃষ্টি নবতিপরাও
এবং সচিবকুল, ফাইলবাঁধা কেরানিমাছিরা

তেলে জলে মিশে আমি ঋদ্ধিমান ডি.এম. কয়েদি
কাটমানি সিদ্ধিকাম মেয়র মন্ত্রিরা
হাতে হাত রেখে আছি বস্তি আর বহুতল বাড়ি
প্লাম্বারের নাটবল্টু, শিল্পপতি, চিয়ার্স নন্দিনী।

তেলে জলে মিশে আমি শিষ্ট আর অশিষ্ট কথারা
মাতৃভাষাহীন হাঁটুভাঙা ঘোড়া, শামুকসমূহ
এবং পাহাড় আছে, সমুদ্রেও তেলের কুয়োটি
এবং ছোরার পাশে শান্তির পতাকা।

তেলে জলে মিশে আছি রাত্রি আর দিনের সুষমা
এবং সন্ন্যাসী আর নটিনীরা, ভিক্ষু ও জুয়াড়ি
এবং উদ্যানপথ এঁদোগলি নজরুল সরণি
এবং মিথ্যার কারু চক্রব্যূহ জেব্রাদের নাচ।

কালের বৃত্তেই আছি, মানুষেও আস্থাবান, তুমিই শহিদ।

ক্ষমতার অন্ধকারে

হাত-পা দুদিকে বাঁশে বেঁধে নিয়ে ঝোলাতে ঝোলাতে কারা আহ্লাদে আটখানা?
বর্বরযুগেরও স্মৃতি ম্লান হয় একুশ শতকে।
ক্ষমাহীন আদিমতা ফেরে যেন। ক্ষমতার অন্ধকারে এ কোন্ নির্মাণ?

মৃত পশুদেরও কিছু মান থাকে দহনবেলায়।
চোখের আড়ালে তাই পুরসভা চলে আসে নিজস্ব নিয়মে
লজ্জাবস্ত্রে ঢেকে রাখে। কালো গাড়ি গলিত শরীর নিয়ে যায়।

মানুষের জন্য আজ তা-ও নেই। নিঃস্বতায় লুকোবো কোথায়?

লালগড়

ফের একটা কালো দিন। মাদল বাজাতে থাকি আমি।
প্রতীকী প্রদীপ জ্বেলে সেঁকে নিই মাঝে মাঝে হাত।

চাবি কারো কাছে, নেই। হাতুড়িটা আগেই উধাও
কথা কিছু জ্বালাময়ী, প্রজাপতি নরকরোটিতে।

কথাও বিদ্রোহী হয়, স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ো না
সিজারকে কর দিতে কেউ কেউ কেন ভুলে যায়?

মাদল বাজাতে থাকি। তালে তালে ধ্বনি ভেসে যায়
আত্মসমর্পণ নয়, যদিও সকলে শান্তি চাই।

ঢালুতে দাঁড়ানো ঘরে কথা ওড়ে যে ঘর কাচের
গড়াতেই থাকে সেটা, বন সাফ, খাঁ খাঁ মাটি পোড়ে।

গাছে

শেষ বৃষ্টিটা হয়ে গিয়েছিল যখন রাতে
নিজের ধ্বংস ফুল হয়ে ফোটে ভোরবেলায়।
দৌড় থেমে যায়। কে হল প্রথম, দ্বিতীয় কে সে?
মৃত্যুর পরে কে আর সেভাবে খেলায় মাতে?

তোমাকে আমাতে জায়গা বদল শীতের দেশে
কারা যে কখন বার্লিন জুড়ে বদলে যায়
ফিরবার পথে বিগত সময় যখন কাছে
চলে আসে দেখি জানলার ধারে পাখিরা গাছে।

ফুলগুলি বিপন্ন বাতাসে

সারা রাত ঝড় গেছে। পড়ে আছে জুঁই কিছু, কামিনী, মল্লিকা।
গেল বছরেও ছিল, লজ্জা নয়, কিছুটা সাহস ছিল আমাকে নিয়েই।
এ বছর তাও নেই। লাঞ্ছিত বাগান
নিজস্ব জায়গায় কেউ নেই আর, ফুলগুলি ছড়ানো ছিটোনো।

ঝড়ে সব নুয়ে গেছে। অথবা যে যার মতো সরে গেছে ডানা মেলে দিয়ে,
নিরুদ্দেশ অভ্যর্থনা, গানে গানে এখানে যে গুচ্ছ পুঁতেছিল
তাও নেই। ফুলগুলি বিপন্ন বাতাসে।